শিয়াদের পৃথক আচার অনুষ্ঠান ও পৃথক শরীয়তী বিধান ঃ

শিয়াগণ আচার অনুষ্ঠান ও শরীয়তের বিধি বিধানের ক্ষেত্রে নিজস্ব পৃথক মতবাদ ও মসআলা-মাসায়েল তৈরী করেছে। এগুলো তাদের নিজস্ব ফিকাহ্‌র কিতাবে লিপিবদ্ধ রয়েছে। শাহ আবদুল আজিজ দেহ্‌লভী (রহঃ) এগুলোর একটি তালিকা "তোহ্‌ফায়ে ইস্‌না আশারিয়া" নামক গ্রন্থে সন্নিবেশিত করেছেন। সেখান থেকে কিছু নমুনা উল্লেখ করা হচ্ছে।

১। ঈদে গদীরে খূম ঃ ১১ হিজরীতে বিদায় হজ্ব থেকে মদিনা শরীফে প্রত্যাবর্তন কালে যিলহজ্বের ১৮ তারিখে পথিমধ্যে 'গদীরে খূম' নামক স্থানে নবী করিম (দঃ) সাহাবীগণকে একত্রিত করে কিছু গুরুত্বপূর্ণ ভাষণ দিয়েছিলেন। উক্ত ভাষণের এক পর্যায়ে হযরত আলী (রাঃ) সম্পর্কে এরশাদ করেছিলেন "মান্ কুন্‌তু মাওলাহু, ফা-আলীউ মাওলাহু" (বুখারী)। অর্থাৎ- আমি যার মাওলা, আলীও তার মাওলা"।

হযরত আলী (রাঃ) কে এইদিন মাওলা উপাধী দান করায় শিয়াগণ মনে করেছে- নবীজীর পরবর্তী খলিফা হযরত আলী ছাড়া অন্য কেউ নয়। তাই শিয়ারা এই দিনকে তাদের ঈদের দিন হিসাবে পালন করে থাকে। এই দিনের ঈদকে ঈদুল ফিতর ও ঊদুল আয্‌হা হতেও তারা উত্তম মনে করে এবং "ঈদে আক্‌বার" বলে স্বীকৃতি দেয়। তাই শিয়ারা জিলহজ্ব চাঁদের ১৮ তারিখে "ঈদে গদীরে খুম" ধুমধামের সাথে পালন করে। কেননা, এই দিনেই "গদীরে খূম" এর ঐতিহাসিক ভাষণ প্রদত্ত হয়েছিল এবং হযরত আলী (রাঃ) কে তাদের মতে হুযুর (দঃ)-এর উত্তরাধিকারী নিযুক্ত করা হয়েছিল।

২। ঈদে বাবা সুজাউদ্দিন ঃ হযরত ওমর (রাঃ)- এর হত্যাকারীর নাম আবু লুলু। সে ছিল অগ্নি উপাসক। হযরত ওমর (রাঃ)- এর দরবারে আবু লুলু তার মনিবের বিরুদ্ধে বিচার চেয়ে মামলায় হেরে যায়। এতে সে প্রতিজ্ঞা করে- হযরত ওমর (রাঃ) কে সে শহীদ করবে। এরই ফলশ্রুতিতে ২২ হিজরীর রবিউল আউয়াল মাসের ২৮ তারিখে আবু লুলু মজুসী মসজিদে নববীতে ইমামতির দায়িত্ব পালনরত অবস্থায় হযরত ওমর (রাঃ)- এর পিঠে ছুরিকাঘাত করে তাঁকে শহীদ করে ফেলে। ইন্নালিল্লাহে.....। শিয়াগণ আবু লুলুর এই বীরত্বপূর্ণ (?) কাজের স্বীকৃতি স্বরূপ প্রতি বৎসর ৯ই রবিউল আউয়াল তারিখে আবু লুলু স্মরণে ঈদ পালন করে থাকে। আবু লুলুকে শিয়ারা "বাবা

www.sunnibarta.com

সুজাউদ্দিন" (দ্বীনের বীর) বলে সম্বোধন করে এবং তার স্মৃতি স্মারক হিসাবে উক্ত ঈদের নাম রাখে "ঈদে বাবা সুজাউদ্দিন" (নাউযুবিল্লাহ্)। শিয়াদের ধর্মগুরু আলী ইবনে মাযাহের ওয়াসেতী- আহমদ ইবনে ইসহাক কুমী-এর সূত্রে বর্ণনা করেছে যে- আহমদ ইবনে ইসহাক কুমী (কুম শহরের অধিবাসী) বলেছেঃ "ঈদে আবু লুলু বা ঈদে বাবা সুজাউদ্দিন-এর এ দিনটি সর্বশ্রেষ্ঠ ঈদের দিন, গৌরবের দিন, পবিত্রতা অর্জনের মহান দিন, বরকতের দিন এবং সর্বোপরি- আত্মতৃপ্তির দিন"। উক্ত আহমদ ইবনে ইসহাক কুমী সর্বপ্রথম এই ঈদের প্রচলন করে। তার অনুসারীরা পরবর্তীকালে নিয়মিতভাবে এই ঈদ পালন করতে থাকে। এরা বলে- পূর্ববর্তী তাদের ইমামগণ নাকি উক্ত ঈদ পালনের নির্দেশ দিয়ে গেছেন। প্রকৃতপক্ষে এটা অগ্নী উপাসকদের ঈদ বা আনন্দ দিবস। কেননা, তাদেরই লোক হযরত ওমর (রাঃ) কে শহীদ করেছিল।

৩। নওরোজ উৎসব পালন ঃ ইরানের অগ্নী উপাসকরা আবহমানকাল থেকে নওরোজ উৎসব পালন করে আসছে। এটা অগ্নী উপাসকদের ধর্মীয় উৎসব। শিয়াগণ নববর্ষের এই দিনকে সম্মান করে। বিধর্মীদের উৎসব পালন করা কুফরী।

মুহাজ্জাব গ্রন্থে ইবনে ফাহ্দ বর্ণনা করেন- "এইটি অগ্নী উপাসকদের শ্রেষ্ঠতম ধর্মীয় দিবস"। বিশ্বস্ত সূত্রে বর্ণিত আছে ঃ নওরোজ দিবসে জনৈক ব্যক্তি কিছু মিঠাই ও ফালুদা নিয়ে কুফায় হযরত আলী (রাঃ)- এর খিদমতে হাদিয়া স্বরূপ পেশ করে। এই মিঠাই ও ফালুদা পেশ করার কারণ জানতে চাইলে উক্ত ব্যক্তি হযরত আলী (রাঃ) কে এটা নওরোজের হাদিয়া বলে জানায়। হযরত আলী (রাঃ) ঘৃণাভরে ঐ মিঠাই ও ফালুদা প্রত্যাখ্যান করে বললেন- মুসলমানের প্রতিদিনই নওরোজ বা নূতন দিন। শিয়াগণ অগ্নী উপাসকদের এই দিবসকে সম্মান করে এবং নিজেরাও পালন করে- অথচ হযরত আলী (রাঃ) এই দিনকে ঘৃণা করতেন। বিধর্মীদের ধর্মীয় কাজের অনুসরণ করা নিষিদ্ধ ও কুফরী।

৪। শাসকদের সিজদা করার প্রথা ঃ শিয়া আলিমগণ যালেম শাসক বা বাদশাহ্ কে সিজদা করার প্রথা চালু করে। শিয়া আলিম বাকের মজলিশী ও অন্যান্য শিয়া ইমামগণ এই প্রথা চালু করেন।

সম্ভবতঃ দিল্লীর বাদশাহ সম্রাট আকবর "দ্বীনে ইলাহী" প্রবর্তন করে তাদের অনুকরণে এই সিজ্দা প্রথা পূনঃ চালু করেছিলেন। কেননা, তাঁর মা হামিদা বানু, প্রধানমন্ত্রী বৈরাম খান, আবুল ফ'যল, ফৈজী, শেখ মুবারক, আবদুর রহমান খানে খানান, নবরত্ব ও উজির নাজির- তারা সবাই ছিলেন শিয়া। কাজেই "দ্বীনে ইলাহীর" উপর শিয়াদের প্রভাব পড়া খুবই স্বাভাবিক। শিয়াদের প্রভাবপুষ্ট দ্বীনে ইলাহীকে

www.sunnibarta.com

ধ্বংস করার জন্য মুজাদ্দিদে আল্‌ফিসানী, শেখ আব্দুল হক মুহাদ্দিছ দেহলভী, আবদুল কাদির বদায়ুনী, মোল্লা দো-পেয়াজা- প্রমূখ সুন্নী আলিমগণ ও পীর মাশায়েখগণ অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছিলেন। ইসলামে আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কাউকে সিজদা করার বিধান নেই। ইবাদতের নিয়তে মানুষকে সিজদা করা শির্ক এবং তাযীমী সিজ্‌দা করা কবিরা গুনাহ্। উভয়টিই নিষিদ্ধ। নবী করিম (দঃ) এবং সাহাবায়ে কেরাম (রাঃ) কারও সিজদা গ্রহণ করেননি। ইসলামে সিজদার পরিবর্তে সালাম প্রথা চালু হয়েছে।

৫। শারাব হালাল ও পবিত্র ঃ শিয়াগণের ইমাম ইবনে বাবুওয়াই, জু'ফী ও ইবনে আকিল- প্রমূখ ফক্‌িহগণের মতে শরাব পবিত্র এবং হালাল। (অথচ- কুরআনের দ্বারা ইহা হারাম প্রমাণিত)।

৬। মজি ও অদী ঃ "শিয়াদের মতে শারিরীক উত্তেজনায় পুরুষের মজি ও ওদী (পাতলা বীর্য ও ঘোলা প্রস্রাব) বের হলে অজু নষ্ট হয়না"।

শরীয়তের বিধান হলো- বীর্য বা মনি নির্গত হলে গোসল করা ফরয। আর মজী ও অদী নির্গত হলে শুধু অজু করা ফরয।

৭। ঈদে নওরোজ ঃ নওরোজের দিন (অগ্নী উপাসকদের ঈদের দিন) গোসল করা শিয়াদের মতে সুন্নাত।

আরব দেশে নওরোজ ছিলনা এবং এখনও নেই। কাজেই সুন্নাত হওয়ার দাবীটাই মিথ্যা।

৮। রক্তমাখা কাপড়ে নামায ঃ শিয়াদের বিধানে শরীর থেকে নির্গত রক্ত- পুঁজ ইত্যাদিতে পরিধানের পোশাক নষ্ট হলেও তাতে নামায পড়া বৈধ। কিন্তু আহ্‌লে সুন্নাতের ইমামগণের মতে রক্তমাখা কাপড়ে নামায অশুদ্ধ।

৯। কেবলামূখী হওয়া ঃ "শিয়াদের বিধানে নফল নামায এবং তিলাওয়াতের সিজদায় কেবলামূখী হওয়া জরুরী নয়। যেকোন দিকে মুখ করে নফল পড়া ও সিজদায়ে তিলাওয়াত করা তাদের মতে বৈধ"। শিয়াদের এই মত শরীয়ত বিরোধী। প্রত্যেক নামাযে এবং সিজদায়ে তিলাওয়াতে কিবলামূখী হওয়া প্রধান শর্ত।

১০। নাপাক জায়গায় নামায ঃ "নামাযের জায়গায় শুকনা পায়খানা থাকলে এবং মুছল্লীর শরীরে বা কাপড়ে লাগলে শিয়াদের মতে নামায শুদ্ধ হবে"। সুন্নীমতে- নামাযের জায়গা পাক হওয়া ফরয।

১১। নামাযে চলাফেরা করা ঃ "শিয়াদের মতে মুসল্লীরা নামাযরত অবস্থায় দশ গজের মধ্যে ঘরে যাতায়াত করতে পারবে"। সুন্নীমতে- নামাযের মধ্যে আমলে কাছির (নামাযের বাইরের কাজ) নামায ভঙ্গের প্রধান কারণ। ঘরে যাতায়াত করাও আমলে কাছির।

www.sunnibarta.com

১২। নামাযে ছানা অবৈধ ঃ নামাযের মধ্যে "ওয়া তায়ালা জাদ্দুকা" পাঠ করলে শিয়া বিধানে নামায শুদ্ধ হবে না। সুন্নীমতে- উক্ত ছানা পাঠকরা সুন্নাত এবং সুরা জ্বীনে "ওয়া আন্নাহু তায়ালা জাদ্দু রাব্বিনা"- কুরআনের আয়াত। সুতরাং যে কোন স্থান থেকে পাঠ করাই বৈধ"। উক্ত বাক্য পাঠে নামায ভঙ্গ হবে কেন?

১৩। নামাযে পানাহার করা ঃ শিয়াদের নির্ভরযোগ্য ফিকাহ্‌র কিতাব "শারায়িউল আহ্‌কাম" এ উল্লেখ আছে- "নামাযের ভিতর পানাহার করা জায়েয"।

বুখারী ও মুসলিম শরীফে বর্ণিত হাদীসে নামাযরত অবস্থায় পানাহার করা নিষেধ ও হারাম। ইহাই সুন্নী আক্বীদা।

১৪। নামাযরত মহিলার সাথে অশ্লীল আচরণ ঃ "শিয়াদের নেতৃস্থানীয় ফকিহ্ তুসী, আবু জাফর ও অন্যান্য শিয়া উলামাদের মতে নামাযরত অবস্থায় সুন্দরী কোন মহিলাকে ঝাপটে ধরে নিজ লিঙ্গ নারীস্থানের বরাবর লাগিয়ে ঘষা দিলে এতে যদি মজি বের হয়- তাতে নামায নষ্ট হবে না"। (নাউযুবিল্লাহ্)।

সুন্নীমতে এ ধরনের কাজ অন্য সময়ও অপরাধ এবং জঘন্য পাপ। নামাযরত অবস্থায় খোদার সম্মুখে এমন বেহায়া কাজ করা জঘন্যতম অপরাধ।

১৫। একসাথে দুই ওয়াক্তের নামায ঃ "শিয়াদের মতে কোন ওযর বা সফর ছাড়াই যোহর-আছর এবং মাগরিব-এশা এক সাথে আদায় করা জায়েয"।

সুন্নীমতে- আরাফাতের ময়দানে হজ্বের দিনে মসজিদে নামিরায় জামাতে অংশগ্রহণকারী হাজীগণই কেবল যোহর ও আছর এক সাথে আদায় করতে পারবেন। মোজদালেফায় মাগরিব ও এশা এক সাথে এশার সময় মসজিদে মাশ্‌আরিল হারামে আদায় করতে পারবেন। আরাফাতের ময়দানে যারা মসজিদে না গিয়ে তাঁবুতে নামায আদায় করবেন- তারা একসাথে যোহর- আছর আদায় করতে পারবেন না। পৃথক সময়ে পড়তে হবে।

১৬। ব্যবসায়ীদের জন্য কছর নামায নাই ঃ "শিয়াদের মতে ব্যবসা উপলক্ষে সফর করলে নামায কছর পড়া যাবে না, কিন্তু রোযা ভঙ্গ করা যাবে। ইবনে ইদ্রিছ, ইবনে মো'লেম, তুসী- প্রমূখ শিয়া ওলামাগণ এই মতের পক্ষে"।

সুন্নী মাযহাব মতে- "সব ধরনের সফরেই নামায কছর পড়তে হবে এবং রোযা ভঙ্গ করার এখতিয়ার আছে। পরে ক্বাযা করতে হবে।"

১৭। মাতম ও কপাল চাপড়ানো ঃ শিয়া মাযহাব মতে মৃত ব্যক্তির শোক প্রকাশ করার বেলায় পুরুষদের ক্ষেত্রে পিতা, ছেলে ও ভাই- এর জন্য জামা ও কাপড় চোপড় ছিঁড়ে কান্না-কাটি করা এবং নারীদের ক্ষেত্রে যেকোন মৃত ব্যক্তির জন্য অনুরূপ শোক করা জায়েয"।

www.sunnibarta.com

সুন্নীমতে- হাদীসে আছে- "যারা শোকে চুল ছিড়ে অথবা কাপড় ছিঁড়ে- তারা আমার দলভূক্ত নয়।" অন্য হাদীসে আছে- "যে ব্যক্তি জামা কাপড় ছিঁড়ে অথবা কপাল চাপড়ায়, সে আমার দলের নয়।" এ কাজ জাহিলী যুগের আচার আচরণ। ইহাই আহলে সুন্নাতের আক্বীদা।

১৮। আছর পর্যন্ত রোযা ঃ "শিয়াধর্ম মতে- আশুরার রোযা ভোর হতে আছর পর্যন্ত মুস্তাহাব"।

সুন্নীমতে তাদের এই বিশ্বাস কোরআনের পরিপন্থী। কেননা, কোরআনে আছে- "সুর্যাস্ত পর্যন্ত রোযা পূর্ণ করো"।

১৯। গাদীরে খুম রোযা ঃ "জিলহজ্ব চাঁদের ১৮ তারিখে "গাদীরে খুম" দিবসে রোযা রাখা শিয়াদের মতে ছুন্নাত"।

সুন্নীমতে- নবীগণ, সাহাবীগণ বা ইমামগণ যে কাজ করেননি- তা ছুন্নাত নয়। শিয়ারা ঐ দিন হযরত আলীর (রাঃ) জন্য রোযা রাখে। হযরত আলী কি ঐ দিন রোযা রাখতেন?

২০। ই'তেকাফ ঃ "শিয়াদের মতে যে মসজিদে নবী করিম (দঃ) অথবা হযরত আলী (রাঃ) জুমা প্রতিষ্ঠা করেছেন- সে মসজিদ ছাড়া অন্য কোন মসজিদে ইতেকাফ করা জায়েয নয়"।

সুন্নীমতে তাদের এই ধারণা কোরআনের খেলাফ। কোরআন বলে, "যে কোন মসজিদে এতেকাফ অবস্থায় স্ত্রী গমন করতে পারবে না। এখানে সব মসজিদের কথাই বলা হয়েছে। তাদের কথা সঠিক হলে অল্প কয়টি মসজিদেই ই'তিকাফ করা যাবে।

২১। জিহাদ ঃ "শিয়াদের মতে- জিহাদ কেবল রাসুলের সাথী, হযরত আলীর যুগের লোক, ইমাম হাসানের ছয় মাস খিলাফতকালের লোক, ইমাম হোসাইনের সঙ্গী ও ইমাম মাহ্দীর সঙ্গীদের উপরই ফরয। অন্য যুগে বা অন্য কোন লোকের উপর জিহাদ ফরয নয়"।

-এ কারণেই পাক ভারতের গোলাম আহ্মদ কাদিয়ানী এবং ইরানের বাহাউল্লাহ ইরানী- উভয়েই নবুয়ত দাবী করে ইংরেজদের বিরূদ্ধে জিহাদ হারাম বলে ঘোষণা দিয়েছিল। মৌলবী রশীদ আহমাদ গাঙ্গুহী বলেছেন- "কাফিরছে লড়না হারগেজ দুরস্ত নেহী"- অর্থাৎ কাফিরদের সাথে জিহাদ করা একেবারেই দুরস্ত নয়। অথচ- নবী করিম (দঃ) ইরশাদ করেছেন- "জিহাদ ও নিয়্যাত কিয়ামত পর্যন্ত ফরয"। ইহাই সুন্নী আক্বীদা।

২২। বিবাহ ঃ "শিয়াদের মতে- আত্মসংযম এবং ফিতনার ভয়- উভয় অবস্থায়ই বিবাহ না করা মুস্তাহাব"।

www.sunnibarta.com

সুন্নীমতে শিয়াদের এই ধারণা নবী ও ইমামগণের সুন্নাতের পরিপন্থী এবং প্রকৃতিরও বিরুদ্ধাচরণ। বৈধ বিবাহে তারা অনুৎসাহী হলেও অবৈধ মুত্আর নামে সাময়িক বিবাহ বন্ধনে শিয়ারা খুবই আগ্রহী।

২৩। অন্য পথে যৌন ক্রিয়া ঃ "বিবাহিতা স্ত্রী অথবা বাঁদী দাসীর সাথে পায়খানার রাস্তায় যৌন ক্রিয়া করা শিয়াদের মতে জায়েয"।

হাদীসে এসেছেঃ "যে ব্যক্তি পায়খানার রাস্তায় স্ত্রী সঙ্গম করে- সে অভিশপ্ত।" (বুখারী ও মুসলিম)। সুতরাং অন্য পথে যৌনক্রিয়া হারাম। ইহাই সুন্নী মত।

২৪। মুত্আ বিবাহ ঃ "ভোগ বিলাসের উদ্দেশ্যে অর্থের বিনিময়ে কোন নারীকে কিছু সময়ের জন্য বিবাহ করা শিয়াদের ধর্মে জায়েয"।

তাদের মতে মুত্আ উত্তম ইবাদত। মুত্আ বিবাহের ফযিলত সম্পর্কে শিয়াদের অনেক মওযু ও মনগড়া হাদীস রয়েছে। "ফিক্হে জাফরী" নামক তাদের ইসলামী আইন গ্রন্থে মুত্আ বিবাহ হিন্দু মুসলমান, অগ্নী উপাসক, নির্বিশেষে সকল নারীর সাথেই বৈধ। শিয়াদের মতে- "মুত্আ দাওরিয়া" জায়েয। অর্থাৎ- একই নারীকে সম্মিলিতভাবে বিবাহ করা এবং পালাক্রমে উপভোগ করা জায়েয"। (নাউযুবিল্লাহ্)।

"ইসনা আশারিয়া" শিয়াগণের মুহাক্কিক পন্ডিতগণ তাদের কিতাবে এ ধরনের মুত্আ বিবাহের বৈধতা স্বীকার করলেও সাধারণ শিয়াগণ এর বৈধতা স্বীকার করে না। ইসলামে মুত্আ বিবাহ ব্যাভিচারেরই নামান্তর। সমাজ সভ্যতার লক্ষ্যে এবং রক্তের পবিত্রতা ও বংশ রক্ষার উদ্দেশ্যে নারী পুরুষের বৈধ স্থায়ী বন্ধনকে শরীয়তে 'বিবাহ' বলে। অস্থায়ী বা টেম্পরারী কোন বিবাহ ইসলামে বৈধ নয়। আরবের জাহিলী যুগের মুত্আ বিবাহকে নবী করিম (দঃ) ৭ম হিজরীতে খায়বার যুদ্ধে ওহীর মাধ্যমে হারাম ও নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছেন। কেননা, মুত্আ বিবাহ হলে তার মা-বোন খালা, নানী, বেটী-নাত্নী- ইত্যাদি ক্ষেত্রে পার্থক্য করা যাবে না। কালের প্রবাহে হয়তো ঐ মহিলারই কন্যা সন্তান বা অধঃস্তন অন্য কোন নারীর প্রতি কামভাব নিয়ে দৃষ্টি করলে ঐ মহিলার মা, মেয়ে, খালা, ফুফু ও অন্যান্য মাহারেম মহিলাকে বিবাহ করা হারাম হয়ে যাবে। এটাকে কুরআন ও হাদীসের ভাষায় "হুরমত বিল মুসাহারাত" বলা হয়। কামদৃষ্টি ও তজ্জনিত উদ্ভূত হারাম পরিস্থিতি থেকে এবং সামাজিক বৈবাহিক জটিলতা থেকে রক্ষা করার জন্য ইসলাম পর্দা বা হিযাবের উপর অধিক গুরুত্ব আরোপ করেছে। মুত্আ বিবাহ বৈধ করণের মাধ্যমে শিয়া সমাজকাঠামো সমূলে বিনষ্ট হয়েছে। হালাল হারামের কোন পার্থক্যই তাদের মধ্যে নেই।

www.sunnibarta.com